ভোরের কাগজ

MAR. 07 2002

চট্টগ্রামে বাকশিস-এর সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হলেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব

চট্টগ্রাম অফিস : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে না পারলে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসীদের লালন করছে রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই। সুতরাং এদের প্রভাব বন্ধ করলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রামে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি এই মন্তব্য করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার কোনো প্রয়াস নেই বরং সরকার এই প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রধান পদে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষাঙ্গনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব না দিয়ে থানাভিত্তিক শিক্ষা উন্নয়ন পরামর্শ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

শিক্ষাঙ্গনে এবং সমাজে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় বেকার ভাতার বিকল্প হিসেবে বেকার শিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় সম্মেলনে। সম্মেলনে বলা হয়, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাকলে ছাত্ররা রাজনীতিবিদদের লেজুড়বৃত্তি করবে না।

সম্মেলনে শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পরীক্ষা নীতি প্রণয়নের দাবি জানানো হয় এবং শিক্ষকদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য অব্যাহত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সম্মেলনে শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র জাতীয় বেতন কাঠামো গঠন, পদোন্নতির সময় অনুপাত প্রথা বিলোপের দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমান সরকারের চরম দলীয়করণ নীতির প্রভাব শিক্ষা ক্ষেত্রেও পড়েছে। শিক্ষকদের কল্যাণ ট্রাস্টের সক্রিয় কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই বিনা কারণে ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রাখা হয়েছে চারদলীয় জোটের সমর্থকদের। সম্মেলনে বলা হয়, সক্রিয় কমিটি বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত কোনো যুক্তিতেই কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

সম্মেলনে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অনুরূপ পেনশন প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।

সম্মেলনে আরো বলা হয়, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ১০% বাড়িয়ে ১০০% প্রদানের কথা বলেছে, কিন্তু সরকার বর্তমানে তা বাস্তবায়ন করতে গড়িমসি করছে। সরকার যদি তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তবে শিক্ষকরা অচিরেই বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয়। তারা বর্তমান দুর্নীতিপূর্ণ শিক্ষক নিয়োগ প্রথার অবসান ঘটিয়ে পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করার কথাও বলেন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন বাকশিস চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ মেসবাহ উল আলম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফাউজুল কবির প্রমুখ।